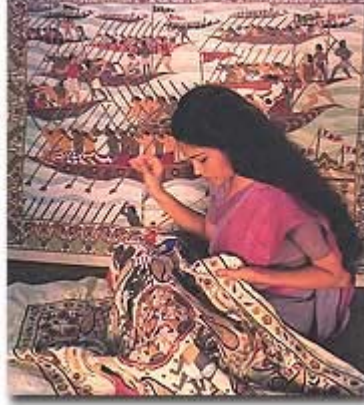


বাংলা সনের উৎস নিয়ে দু'চার কথা

-অজয় রায়



এপ্রিল মাস এলেই আমাদের বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের কথা মনে পরে, কারণ এপ্রিলের মাঝামাঝিতে আসে আমাদের ঐতিহ্যিক নববর্ষ পহেলা বৈশাখ। বঙ্গত বাংলাদেশে ১লা বোশেখ আসে ১৪ই এপ্রিল তারিখে, প্রতি বছর।*

আজ, যখন এ প্রবন্ধটির ওপর খানিকটা শেষ ঘষামাজা করছি, ত্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের ২০০৬ সালের ১৩ই এপ্রিল। আর বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, যেটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক পরিমার্জিত ও সরকারীভাবে অনুসৃত এবং মোটামুটিভাবে সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে, আজ বাংলা সন ১৪১২ এর ৩০শে চৈত্র এবং ১৪১২ সালের শেষ দিন। আগামীকাল শুক্রবার ১৪ই এপ্রিলে আমরা পদার্পণ করব বাংলা ১২১৩ সনে ১লা বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্যিক নববর্ষে, নওরোজে। কেন বাংলা নববর্ষের সাথে ফারসী নওরোজ শব্দটি উচ্চারণ করলাম তা স্পষ্ট হবে প্রবন্ধটি দৈর্ঘ্য ধরে পাঠ করলে। নওরোজ মানেও নববর্ষ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক শেষ পরিমার্জিত বর্ষপঞ্জীটি ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ, ১৯৯৫ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে সরকারীভাবে গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়। এই পরিমার্জিত ক্যালেন্ডার সরকারীভাবে স্বীকৃত ও অনুমোদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পুরানো হিসেব মতে পুরানো বাংলা সন চালু ছিল এবং এখনও আছে, যা হিন্দুধর্মের অনুসারী ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ পুরাতন পদ্ধতির লোকনাথ পঞ্জীকা মতে আগামী কাল (১৪ই এপ্রিল, ২০০৬) হবে ৩১শে চৈত্র, ১৪১২, এবং নতুন সন ১৪১৩ শুরু হবে ১৫ই এপ্রিল।

সাধারণ মানুষ ও সরকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা সনের সূচনা ত্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের ১৪ই এপ্রিল থেকে বাংলা সনের প্রারম্ভ এই সুপারিশ সহ অন্যান্য পরিমার্জনীর সুপারিশসমূহ মেনে নিলেও কিছু স্বঘোষিত সংস্কারক মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা বাংলা নববর্ষ এলেই প্রবন্ধ লেখেন, নানা প্রশ্ন তোলেন এবং সস্তা সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। সম্প্রতি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বাংলা ১লা বোশেখ ১৪ই এপ্রিলে কেন, কেন ১৫ই এপ্রিলে নয়? ইত্যাকার প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নিয়ে আমি বর্তমান প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় যেতে চাই না। পরবর্তীকালে আর একটি প্রবন্ধে এ সব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। আপাতত এই কথা বলি যে বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্বিদ্যাভিবিদ ড. মেঘনাদ সাহার ১৯৫২ সালে প্রাচীন ভারতীয় ক্যালেন্ডারসমূহের সংস্কার প্রস্তাবের আলোকে ১৯৬৩ সালে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র নেতৃত্বে গঠিত বাংলা একাডেমীর 'বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার' কমিটি বাংলা সনের সংস্কারের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ গ্রহণ করে। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

* বাংলা নববর্ষ কেন ১৪ই এপ্রিলে পালন করা হবে সে সম্পর্কে বাংলা একাডেমির 'বাংলা সন সংস্কার কমিটির' সুপারিশে আলোচনা করা হয়েছে।

পহেলা বোশেখের সাথে আজও সেই হালখাতার উৎসব জড়িয়ে আছে, ছোট বেলায় এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘুরে ঘুরে মিস্টি আর সরবৎ খেয়েছি। নানা রকম বাহারী রঙয়ের সরবৎ দেয়া হত, এর মধ্যে সিদ্ধির সরবৎ ছিল আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পরে শুনেছি এ সরবতের মূল উপাদান ছিল ভাঙের কচিপাতা ও ডালের ছ্যাচানো রস। এছারা ছিল সগুহব্যাপী বৈশাখী মেলা যেখানে ছোটদের আকর্ষণ করে না এ হেন বস্ত্র পাওয়া যেত না। অনেক পরিবর্তন হলেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। তবে মেলা চলে এসেছে গ্রাম থেকে খোদ রাজধানী শহর ঢাকাতেই। সেই সাথে আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে রমনার বটমূলে ‘নববর্ষের’ উৎসব ভোর থেকে- সেই ষাটের দশক থেকে ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে। আইউব শাহী ও তার সামরিকতন্ত্র আমাদের সব চাইতে যে জিনিষটি সব চাইতে ঘৃনার চোখে দেখতো, তা হল আমাদের বাঙালী হওয়া’কে। আর আমাদের বাঙালী হওয়ার মূলে ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র চর্চা আর নজরুলের শেকল ভাঙার গান আর কবিতা। স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে আমাদের বাঙালী হওয়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক অনবদ্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার ৩৫বছর পূর্তিতেও বা ভাষা আন্দোলনের ৫৪ বছর পরেও ইসলামপছন্দবাদীরা এখনও রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলের গান, নববর্ষ পালন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ফুল দেয়া ও আলপনা আঁকা, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ আমাদের বাঙালী হওয়ার পেছন যাবতীয় অর্জনকে বিষচোখে দেখে। খোদ বায়তুল মোকাররমের খতিব এ সব অনুষ্ঠান করার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে কসুর করেন না।

কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব না, আমরা আলোচনা করব আমাদের নওরোজ বা ১লা বোশেখের উৎসবের পেছনে যে সনতি রয়েছে সেই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। প্রথমেই বলে রাখি, বাংলা সনের উদ্ভবের সাথে কিন্তু কোন ভারতীয় অঙ্গ জড়িয়ে নেই। যে তিনটি অঙ্গ এর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত তিনটিই বিদেশী। এ তিনটি অঙ্গ হল হিজরী, ‘তারিখ-ই-জালালী’ ও ‘তারিখ-ই-ইলাহি’। হিজরী হল ইসলামী অঙ্গ যার ভিত্তি হল চান্দ্রবছর ও চান্দ্রমাস, যা আরবদেশে পয়গম্বর মুহম্মদের মদিনায় অভিবাসনের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য খলিফা ওমর কর্তৃক প্রচলিত হয়েছিল। ‘তারিখ-ই-জালালী’ নামে খ্যাত এই বিশুদ্ধ সৌর অঙ্গটি পারস্য সম্রাট সেলজুক সুলতান জালাল উদ্দিন মালেক শাহ পুরাতন ইরানীয় অঙ্গকে সংস্কার করে হিজরীর স্থানে প্রবর্তন করেছিলেন ১০৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে। অন্যদিকে মোগল সম্রাট আকবর নতুন একটি ধর্মমত ‘দিন ইলাহির’ মত একটি নতুন অঙ্গও তাঁর রাজত্বকালের ২৯তম বৎসরে প্রবর্তন করেছিলেন। এই নতুন অঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল তারিখ-ই-ইলাহি, যা ছিল বিশুদ্ধ সৌর গণনা ও ঋতু ভিত্তিক। কিন্তু হিজরী ও ইলাহি’র সাথে বঙ্গাব্দের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের আগে ভারতীয় বর্ষপঞ্জীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

বঙ্গাব্দের আলোচনায় হিজরী ও তারিখ-ই-ইলাহি প্রসঙ্গের অবতারণা কেন এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। হিজরী হল ইসলামী অঙ্গ যার ভিত্তি হল চান্দ্র বছর, চান্দ্র মাস ও চান্দ্র দিবস। পয়গম্বর মুহম্মদের মদিনায় অভিবাসনের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য খলিফা ওমর কর্তৃক এই অঙ্গ প্রচলিত হয়েছিল। অন্যদিকে মোগল সম্রাট আকবর নতুন একটি ধর্মমত ‘দিন ইলাহির’ মত একটি নতুন অঙ্গও তাঁর রাজত্বকালের ২৯তম বৎসরে প্রবর্তন করেছিলেন। এই নতুন অঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল তারিখ-ই-ইলাহি, যা ছিল বিশুদ্ধ সৌর গণনা ও ঋতু ভিত্তিক। কিন্তু হিজরী ও ইলাহি’র সাথে বঙ্গাব্দের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের আগে ভারতীয় বর্ষপঞ্জীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সব অঙ্গ প্রচলিত ছিল যেমন গুপ্তাব্দ, বিক্রমাব্দ, শ্রীহর্ষাব্দ, শকাব্দ... .., তার মূল ভিত্তিটি ছিল সৌর বৎসর- অর্থাৎ মহাকাশে কোন এক বিন্দু থেকে যাত্রা করে সূর্য পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে যে সময়টা নেয়, তাকেই আমরা বলে থাকে এক বছর। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তকে একদিন ধরে নিলে সৌর বৎসর হয় মোটামুটি ৩৬৫ দিনে। সৌরবৎসর ঋতুভিত্তিক- পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের পথ পরিক্রমণের সাথে ঘটে ঋতুর পরিবর্তন চক্রাকারে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত ষড়ঋতু বছরের নির্দিষ্ট মাসে। হিন্দু বর্ষপঞ্জীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল হিন্দুরা দৈনন্দিন কাজে কর্মে পূজো-অর্চনায় শুভকাজে কিন্তু চন্দ্রের তিথি অর্থাৎ চন্দ্রদশার হিসেব মেনে চলে। এর অর্থ হল আকাশে চন্দ্রের অবস্থান বা গতির সাপেক্ষে মাস হিসেব করা হয়; মহাকাশের কোন বিন্দুর সাপেক্ষে পৃথিবীর চার পাশে ঘুরে আসার সময়কে বলা হয় চান্দ্র মাস। মোটামুটি ৩০ দিনে চন্দ্রমাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতীয়রা যে পঞ্জিকা ব্যবহার করতো তা মিশ্র এবং তাকে বলা হয়ে থাকে ‘চান্দ্র দিবস খচিত সৌর বৎসর’। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন একদিকে ঋতুভিত্তিক আবার তেমনি তিথিকেন্দ্রিক। যেমন, বাঙালী হিন্দুদের দুর্গাদেবীর পূজা হতে হবে শরৎ ঋতুতে এবং যুগপৎভাবে শুরুরক্ষের সপ্তমী তিথিতে। যেমন এ বছরের দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ই অক্টোবরে, ২০০৬ (২৫শে আশ্বিন, ১৪১২)। ভারততত্ত্ববিদ আলবেরুনী হিন্দুদের বর্ষগণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন : “হিন্দুদের মাস হল চান্দ্র, আর বৎসর

হল সৌর। সেজন্য, সৌর বৎসর থেকে চান্দ্র বৎসরের দিবস সংখ্যা যত কম, ওদের প্রত্যেক (চন্দ্র) বৎসরের প্রথম দিবস সৌর বৎসরানুযায়ী ঠিক তত দিবস এগিয়ে আসবে। এই পশ্চাদবর্তিতার পরিমাণ যখন সম্পূর্ণ একমাস দাঁড়ায়, তখন ইহুদীদের মত, হিন্দুরাও সে বৎসরকে অধিবর্ষ ধরে তাতে একটি ত্রয়োদশ মাস গণনা করে। ইহুদীরা Azar মাসকে দুইবার গণনা করে, প্রাক ইসলামের আরবরাও 'বিস্মৃত বর্ষ' নামক বৎসরে নববর্ষ দিবসকে একমাসকাল স্থগিত রাখত, যার ফলে পূর্ববর্তী বৎসর তেরো মাসের হোত। সাধারণভাবে এই অতিরিক্ত মাসটিকে বলা হয় 'মলমাস' বা অশুচির মাস- এ কারণে এ মাসে কোন পূণ্যকর্ম বা অনুষ্ঠানাদি পালন থেকে হিন্দুরা বিরত থাকে। আমরা আগেই বলেছি হিন্দুদের কোন দেবদেবীর পূজো বছরের কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে এবং একটি নির্দিষ্ট তিথিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। তিথি বলতে আমরা কি বুঝি? হিন্দু পঞ্জিকা মতে চান্দ্র মাস দুটি পক্ষে বিভক্ত- শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। একটি পক্ষ ১৫টি তিথিতে বিভক্ত - প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ... চতুর্দশী, এক্ষং পূর্ণিমা (শুক্লপক্ষে) বা অমাবস্যা (কৃষ্ণপক্ষে)। অর্থাৎ তিথি হল চন্দ্রদশা বা চন্দ্রদিবস। অমাবস্যার পরদিন সূর্যাস্তের পরপরই পশ্চিমাকাশে দিগন্তরেখায় যে নতুন সুক্ষ চন্দ্ররেখা দেখা দেয় তাই হল শুক্লপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ, আর প্রতিপদের চাঁদের উদয় ক্ষণ থেকেই শুরু হয় প্রতিপদ বা চন্দ্রদিবসের প্রথম দিন। চান্দ্রমাস হল সূর্যের দিকে অবস্থান (অমাবস্যা) থেকে চন্দ্রের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একই অবস্থানে প্রত্যাবর্তন কাল। এই মাস অবশ্য ২৯.৩০৫৫ থেকে ২৯.৮১২৫ সৌর দিবসের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রের গড় প্রদক্ষিণ কাল (lunation) বা চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য হল ২৯.৫৩০৫৮৮১ সৌরদিবস। তিথি বা চন্দ্রদিবস ও সৌর দিবসের মধ্যে সমলয় স্থাপন বেশ কষ্টসাধ্য সাধারণের আওতার বাইরে। এ কারণেই সাধারণ হিন্দু পঞ্জীকার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

৮৫Pxb cÄxKv cYq̄bi gj wfwE

রাশিচক্রের কল্পনা হিন্দু-পঞ্জীকার ও সৌর বৎসরের ধারণার মূল ভিত্তি। রাশিচক্র হল পৃথিবীর চারদিকে, সূর্যের আপাত বার্ষিক পরিক্রমণ পথ, যাকে জ্যোতির্বিদ্যার পরিভাষায় বলা হয় *ক্রান্তিবৃত্ত*। (ecliptic)। এই রাশিচক্র ১২টি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ প্রতিটি ভাগ ৩০ ডিগ্রী মাপের। এক একটি ভাগই হল রাশি। প্রতিটি রাশি এক একটি নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের অবস্থানকে এই নক্ষত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই দ্বাদশ রাশির প্রাতিষঙ্গিক নক্ষত্রগুচ্ছের নাম হল ঃ মেঘ (aries), বৃষ (taurus), মিথুন (gemini), কর্কট (cancer), সিংহ (leo), কন্যা (virgo), তুলা (libra), বৃশ্চিক (scorpio), ধনু (sagitaris), মকর (capricorn), কুম্ভ (aquaris) ও মীন (pisces)। ক্রান্তি বৃত্তকে পঞ্জীকাপ্রণেতারা অনেক সময় বলে থাকেন *রবিমার্গ* অর্থাৎ রবির পথ।

অন্যদিকে খ-গোলকে (celestial sphere) চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ ক্রান্তি বৃত্তের প্রায় একই রেখায় অবস্থান করে (৫টি ডিগ্রী পার্থক্য), তাই ক্রান্তি বৃত্তের অন্তর্গত নক্ষত্রদের সাহায্যে আকাশ পথে চন্দ্রের গতি সহজে নির্ণয় করা যায়। এই পথে চন্দ্রের সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমণ করতে লাগে ২৭ দিন। এটি হল চন্দ্রের নক্ষত্র মাস। অন্যদিকে চন্দ্রের যুতি কাল (এক অমাবস্যা থেকে অন্য অমাবস্যা) অর্থাৎ পৃথিবীকে ঘুরে আসার চন্দ্রের আপাত প্রদক্ষিণ কাল ২৯ দিনের সামান্য বেশী, যেটিকে আমরা চান্দ্র মাস নামে অভিহিত করি। এই চন্দ্রপথকে হিন্দু জ্যোতির্বিদরা অতি প্রাচীন কালে ২৭টি ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং এবং এক এক ভাগের পরিমাণ ১৩-১/৩ ডিগ্রী এবং প্রতিটি অংশ এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে সংযুক্ত। এদের নাম ঃ অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্র, রেবতী ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাশি ও নক্ষত্র দ্বারা রাশিচক্রকে ১২ ও ২৭ ভাগে বিভক্ত করে হিন্দু জ্যোতির্বিদরা খ-গোলককে রবিমার্গ ও চন্দ্রমার্গরূপে চিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করত।

রাশিচক্রে নক্ষত্র সংস্থাপন চিত্র থেকে সহজে বুঝা যায় প্রাচীন কালে কিভাবে চান্দ্র মাসের নাম করা হত। সাধারণতঃ পূর্ণিমার পরদিন (প্রতিপদ) থেকে চান্দ্র মাসের সূচনা হত, যে নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হয় তার নামানুসারে মাসের নাম নির্ধারিত হত। যেমন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হওয়ার পর যে মাস শুরু হয় তার নাম বৈশাখ; কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হলে নতুন মাসের নাম হয় কার্তিক, ইত্যাদি। আবার, সূর্যের এক একটি রাশিস্থিতিকাল এক একটি সৌরমাস। সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে *মেঘাদেবো দ্বাদশৈতে মাসাদৈএব* বৎসর। এই উক্তি মতে সূর্যের মেঘ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির ভোগকাল দ্বাদশমাসাত্মক এক সৌর বৎসর। এসব সৌরমাসের নাম তদকালে প্রচলিত চান্দ্র মাসের নামানুসারেই অব্যাহত রাখা হয়।

পরবর্তীকালে সৌর মাসের ব্যাপক প্রচলন ঘটলে বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের প্রবেশের সংগে নতুন মাস গণনা পদ্ধতি চালু হলেও চান্দ্র মাসের নামগুলির পরিবর্তন করা হয় নি। আমরা জানি পূর্ণিমায় সূর্য চন্দ্রের বিপরীতে অবস্থান (প্রতিযোগ) করে; সুতরাং বিশাখা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমার উদয় হচ্ছে, সূর্য তখন মেঘরাশিতে প্রবেশ করতে উদ্যত। আবার কৃত্তিকা নক্ষত্রে

পূর্ণিমাস্ত মুহূর্তে সূর্যের অবস্থান তুলা রাশিতে। এই কারণে, যে নক্ষত্র থেকে প্রথমে চান্দ্র মাসের নামকরণ করা হয়েছিল, রাশিচক্রে সেই নক্ষত্রের বিপরীতে সেই মাসকে দেখান হয়।

elĀxi cĀqvRb †Kb ?

আমাদের নাগরিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল বর্ষপঞ্জী অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যালেন্ডার। সাধারণভাবে বলা যায় বর্ষপঞ্জী হল মাস, সপ্তাহ ও বারে বিভক্ত একটি বৎসর ভিত্তিক সারণী; অন্যদিকে পঞ্জীকা হল নাগরিকের প্রয়োজনে ও সুবিধার্থে পালা-পার্বন, ধর্মীয় উৎসবের দিন, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, মাস ইত্যাদি খচিত একটি বৎসরভিত্তিক অনুপুঞ্জ বিবরণ। একটি সম্ভোষণজনক সর্বজনগ্রাহ্য পঞ্জীকা তৈরির সমস্যা সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান আজও মেলেনি। আর এ প্রচেষ্টা থেকেই পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার শুরু। যে কোন বর্ষপঞ্জী প্রণয়নের মূল ভিত্তি হল জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ লব্ধ উপাত্ত থেকে বৎসর, মাস ও দিনের 'কাল-একক' (হরঃ ডভ ঙরসব) নির্ধারণ। কালের একক পরিমাপনে দৃষ্টিগ্রাহ্য জ্যোতিষ্কসমূহ পর্যায়ক্রমিক গতিকালকে প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

- ১। সাধারণত দিন মাপার কালকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সূর্যের আঙ্গিক গতি।
- ২। আকাশে চন্দ্রের গতির কারণে প্রতিভাত হয় 'চন্দ্রদশা' (ঢ়যধৎব ডভ ঙব সড়ডহ) এবং যা থেকে আমরা ধারণা করি মাসের।
- ৩। সূর্য : আকাশমণ্ডলে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি সৃষ্টি করে ঋতুমণ্ডলী এবং আমরা পাই বৎসরের হিসাব।

আমরা অবশ্য এখন জানি যে পৃথিবীর আঙ্গিক গতির কারণে আকাশের তারকারাজি ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক প্রতিদিন একবার করে আবর্তিত হয়, এবং অন্যদিকে ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের আপাত গতি বস্তুত পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফল। সুতরাং সঠিক পঞ্জীকা প্রণয়ন নির্ভর করে এ সব জ্যোতিষ্কদের পরিক্রমণকালের নির্ধারণ সুক্ষতার ওপর। এই উদ্দেশ্যে পুরাকালের গবেষকদের বছরের পর বছর ধরে, নগ্ন চোখে এবং অতি ধৈর্যের সাথে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থান, উদয় ও অস্ত পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে, এদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হয়েছে। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কদের গতির অনুপুঞ্জ ও ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রাচীনরা আকাশ গবেষণার যে শাস্ত্র সেকালে গড়ে তুলেছিলেন তার নাম জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা।

সৌরদিবস হল আমাদের নাগরিক জীবনের বৈধ কাল একক- পৃথিবীর নিজ অক্ষের ঘূর্ণন-কালকেই ধরা হয় এক সৌরদিবস। এ দিবসকে 'সাবন দিবস' বা সিভিল দিবস নামে অভিহিত করা হয়। যদিও সাধারণভাবে আমরা সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় কালকে বলে থাকি একদিন (দিবস ও রাত্রি), জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে এবং গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের গণনায় সূর্যের মধ্যরাত্রির অবস্থান থেকে পরবর্তী মধ্যরাত্রির অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের সময়ের ব্যবধানকে ধরা হয় এক অহোরাত্র বা পূর্ণদিবস। সূক্ষ্ম পরিমাপ থেকে দেখা গেছে যে ঋতু-পরিবর্তনের সাথে, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিক্রমণ পথে সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থানের সঙ্গে সৌরদিবসের দৈর্ঘ্যে তারতম্য ঘটে; তাই দীর্ঘদিন ও দীর্ঘসময় ধরে পর্যবেক্ষণ লব্ধ উপাত্তের গড় পরিমাপকেই ধরা হয় 'গড় সৌরদিবস'- যা সময়ের আইনানুগ মৌলিক একক হিসেবে গৃহীত। এই গড় সৌরদিবসের ১/৮৬,৪০০০তম ভগ্নাংশকে গণ্য করা হয় ১ সেকেণ্ড। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকৃতির বৎসর হিসাব করা হয় নানা প্রয়োজনে, এবং এদের দৈর্ঘ্যও ভিন্ন। তবে বর্ষপঞ্জীর জন্য ক্রান্তি বৎসর অর্থাৎ ঋতুসমূহের বৎসর (ুবধৎ ডভ ঙবর্বা ত্বধৎডহৎ) ব্যবহারই বিধেয়। এই হিসেবে সূর্যের আঙ্গিক কাল অর্থাৎ এক সৌর দিবসকে ধরা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৮৬৪০০ সেকেণ্ড। একথা অবশ্য জ্যোতির্বিদরা আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের এই আপাত আবর্তন কাল কিন্তু ধ্রুব নয়, অতি ধীরে হলেও এই আবর্তন কাল হ্রাস পাচ্ছে। এ কারণে একটি বিশেষ সময়ের সূর্যপথকে 'প্রমাণ পথ' হিসাবে গণ্য করা হয় (যেমন ১৯০০ সালের সূর্যপরিক্রমণ পথকে ধরা হয়েছে)। ঐ ক্রান্তি বৎসরে প্রমাণ সৌর সৌর দিবসের সংখ্যা হল ৩৬৫.২৪২২। এর কারণ নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণে যাবার অবকাশ নেই এবং প্রয়োজনও নেই আমাদের মত সাধারণ মানুষের। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে ক্রান্তিবৃত্তের দুটি প্রসঙ্গ বিন্দু মহাবিশ্ব বা জলবিশ্ব মহাকাশে স্থির থাকে না মহাকাশে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে- ক্রান্তি বিন্দুর এই অতি ধীর পশ্চাদ গতিকে বলা হয় ইংরেজীতে 'precession of the equinox'।

ক্রান্তি বছর ছাড়াও জ্যোতির্বিদরা অন্য নক্ষত্র বছর নামেও একটি বৎসর ব্যবহার করেন তাঁদেও প্রয়োজনে । একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানের সাপেক্ষে সূর্যের ঐ অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের কালকে বলা হয় 'নাক্ষত্রিক বৎসর' (ত্রৈলোক্যবৎসর) । এই বৎসর ক্রান্তি বৎসর অপেক্ষা দীর্ঘতর (৩৬৫.২৫৬৩) । আমরা আগেই বলেছি যে ক্রান্তি বৎসরের দৈর্ঘ্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে; যে কোন খ্রীস্টাব্দে কত দিনে হবে তার একটি সরল সূত্র ড. মেঘনাদ সাহা দিয়েছেনঃ

$$\text{ক্রান্তি বৎসর} = ৩৬৫.২৪২১৯৬৭৯ - ০.০০০০০০০৬১৮ (ক - ১৯০০)$$

এখানে ক = আলোচ্য খ্রীস্টীয় বৎসর । প্রায় ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এই দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬৫.২৪২৫; বর্তমানে এই দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৪২২, এবং এই দৈর্ঘ্য আমরা আরও ১০০০ বৎসর নিশ্চিত্তে ব্যবহার করতে পারি ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি নিখুঁত ক্যালেন্ডার তৈরির সমস্যাগুলিকে আমরা নিম্নভাবে চিহ্নিত করতে পারি :

K. একটি নাগরিক বছর (civil year) এবং একটি মাস অবশ্যই কতিপয় দিবসের পূর্ণ সংখ্যা হবে । অর্থাৎ একটি বছর অবশ্যই ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিবসের হবে, অন্য দিকে একটি মাসে ২৯ অথবা ৩০ দিন থাকবে ।

L. চান্দ্র-সৌর সমন্বয় সাধন; অর্থাৎ ১২টি চন্দ্র প্রদক্ষিণ বা চান্দ্র বৎসর প্রমাণ সৌর বৎসর থেকে ১০.৬৭৫১ দিন (প্রায় ১১ দিন) । সুতরাং ১২টি চান্দ্রমাসে এক সৌর বৎসর হয় না, আর এজন্য প্রয়োজন যথাযথ সমন্বয় । যারা চান্দ্র-সৌর বৎসর যুগপৎ ব্যবহার করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি জটিল ও প্রায় দুঃসাধ্য কাজ ।

M. বৎসরের ও মাসের প্রারম্ভিক দিবস এবং যুগের বা অন্দের প্রারম্ভিক বিন্দু স্থিরকরণ ।

উল্লিখিত সমস্যাদির সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সমাধান অদ্যাবধি মেলেনি, যদিও হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে শত শত ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আসছে মানুষ, এবং সমস্যা সমাধানে অবিরত চেষ্টা চালিয়েছে । প্রাচীন কালের ক্যালেন্ডারসমূহের ভিত্তি ছিল উল্লিখিত প্রাকৃতিক কালচক্রের অপরিহার্য পর্যবেক্ষণ ও দুর্বল জ্ঞান- ফলে প্রকৃত তথ্য থেকে এসব বর্ষপঞ্জী ক্রমশ দূরে সরে এসেছে । আর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এসবের সংশোধন করতে এগিয়ে আসতে হয়েছে কালে কালে জুলিয়াস সিজার, পোপ গ্রেগরীয় (ত্রয়োদশ) মত প্রতাপশালী নিয়ামকদের; পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মালিক শাহ সেলজুক ও আকবর বাদশাহর মত সম্রাটদের হস্তক্ষেপে ।

ৱেবফরম্‌কিউজি এলএক্সট মেই × টমসি , মেই × পিৱ` ১। টমসি -পিৱ` ১গক

যে ভিন্ন প্রকৃতির বর্ষপঞ্জী যুগযুগ ধরে মানুষ ব্যবহার করে আসছে তার মধ্যে প্রধান তিনটি হল : বিশুদ্ধ সৌর পঞ্জী, বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জী এবং সৌর-চান্দ্র সঙ্কর পঞ্জী ।

টমসি xq K'v:tj Üvi t বিশুদ্ধ সৌর পঞ্জীকার উদাহরণ হল বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত সৌর বৎসর ভিত্তিক গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার । নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে: সধারণ বৎসর ৩৬৫ সৌরদিবসে, আর অধিবর্ষ হয় ৩৬৬ দিনে । প্রতি চার বছর পর অধিবর্ষ ধরার কারণ হল প্রকৃত সৌর বৎসর ধরা হয় ৩৬৫.২৫ সৌর দিবসে । কিন্তু সমস্যা থেকেই যায় কারণ প্রকৃত সৌর বৎসর ৩৬৫.২৪২২ দিনে, ৩৬৫.২৫ দিনে নয় । হিসেব করে দেখা যায় ৩৬৫.২৫ ধরে প্রতি ৪০০ বছর চক্রে অধিবর্ষ হবে ১০০টি, কিন্তু ৩৬৫.২৪২২ ধরে হওয়া উচিত ৯৭টি অধিবর্ষ । পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী এই ত্রুটির সংশোধন আনেন, অর্থাৎ যে খ্রিস্টীয় বছরগুলি '০০' দিয়ে শেষ হবে, তার মধ্যে যেটি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য শুধু সেটিকে অধিবর্ষ গণ্য করা হবে, অন্যগুলি নয় । এতেই যে সব ত্রুটি সরে গেছে তা নয়, কিন্তু এই সংশোধন কী করে করতে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন ।

ৱনরিx Aā t বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ইসলাম বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত হিজরী সন । যে কোন চন্দ্রগতি নির্ভর বর্ষপঞ্জীর মুখ্য সমস্যা হল চান্দ্র বৎসরের পূর্ণসংখ্যক দিবসের সাথে চান্দ্র মাসের সমন্বয় সাধন (synchronization) । আর নাগরিক বছরকে (civil year), তা সৌর বা চান্দ্র যাই হোক না কেন, সৌরদিনের পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে, এবং জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে । নতুন তথ্যের আলোকে বর্ষপঞ্জীকে প্রয়োজনে সংস্কার করতে হবে- এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া । বলা বাহুল্য যে, চান্দ্র অন্দের যারা ব্যবহার করেন তাদেরকে চান্দ্র মাসের সাথে চান্দ্র বৎসরের পূর্ণসংখ্যক দিবসের সমন্বয় সাধন করতে হবে । হিজরী সন প্রচলনকারী পণ্ডিতেরা এমন একটি সমন্বয়কারী পণ্ডা উদ্ভাবন করেছিলেন । আলবেরুনী উল্লেখ করেছিলেন যে প্রাক ইসলাম পূর্বে আরবরা হিন্দুদের মতই সৌর-চান্দ্র মিশ্র

পঞ্জিকা ব্যবহার করত। ফলে তাদের সৌর নববর্ষ প্রতিবছর ১১ দিন পরে পালন করতে হত। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক মাস পিছিয়ে গেলে চান্দ্র বছরের সাথে সৌর বছরের ব্যত্যয় নিরোধে ঐ বছরের সাথে আর একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করত। এটি একটি ক্লাসিক ব্যবস্থা। এই অবস্থা থেকে ত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম যুগে মুহম্মদ আরবদের বিশুদ্ধ বর্ষপঞ্জী ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছিলেন, যার সাথে সৌর বছরের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এই ইসলামী অন্দ শুরু হয়েছিল ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা অর্থাৎ সূর্যাস্তের মুহূর্ত থেকে, যখন সন্ধ্যাকাশে দেখা দিয়েছিল চন্দ্রেখা। এ অন্দ চালু হয় মুহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় অভিবাসনের ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। সম্ভবত ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পয়গম্বর মদিনায় হিজরত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে হিজরী বর্ষপঞ্জীর দিন শুরু হয় সূর্যাস্ত মুহূর্ত থেকে। খুব সম্ভব খলিফা ওমর (৫৩৮-৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক এই অন্দ প্রবর্তিত হয় কার্যকরভাবে। আমরা হয়তো জানি যে হিজরী বর্ষ গণনায় ১২টি চান্দ্র মাস একটি চান্দ্র বছর রচনা করে : ১ম মাস মোহররম ৩০ দিনে, অতঃপর পালক্রমে পরবর্তী মাসগুলো ২৯, ৩০ দিনে হতে থাকে যথা সফর ২৯, রবিউল আউয়াল ৩০, রবিউস সানি ২৯, জামাদ'ধাল অরয়াল ৩০, জামাদ আস সানি ২৯, রজব ৩০, সাবান ২৯, রমজান ৩০, শাওয়াল ২৯, জিলহজ্জ ৩০, জিলহিজ্জ ২৯ বা ৩০ দিন। এ হিসেব অনুযায়ী সাধারণ হিজরী বছর হয় ৩৫৪ (৩০*৬ + ২৯*৬) সৌর দিবসে। আধুনিক গড় চন্দ্র যুতিকাল (এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা) হল ২৯.৫৩০৫৮৮১ দিন ধরলে ১২ চন্দ্র যুতিতে হয় ৩৫৪.৩৬৭১ দিন। সুতরাং হিজরী বছর প্রকৃত চান্দ্র বছর থেকে ০.৩৬৭১ দিন (৮ ঘ: ৪৮ মি: ৩৭.৪৪ সে.) কম। এই বাকী ফেলে আসা দিনগুলোকে হিসেবের মধ্যে আনতে একটি ৩০ বছর ব্যাপী পুনরাবৃত্তিক চক্র স্থির করা হয়েছিল, এবং পূর্ব নির্ধারিত চান্দ্র বৎসরে ১ দিন করে ১১ বার সন্নিবিষ্ট করা হত। ঐ ১টি দিন নির্ধারিত বছরটির শেষ মাসে (জিলহিজ্জ) যোগ করা হয়, অর্থাৎ জিলহিজ্জ মাস সাধারণ ২৯দিনের পরিবর্তে হবে ৩০ দিনে আর অধিবর্ষটি হবে ৩৫৫ দিনে। সুতরাং ৩০ বছর পর্বকাল (৩৫৪*৩০ = ১০৬২০) দিবসের আরও ১১ দিন যুক্ত হবে, অর্থাৎ এই কাল পর্বে মোট ১০৬৩১ দিবস অতিবাহিত হবে। এর ফলে গড় চন্দ্রযুতি () বা চান্দ্র মাস হবে ২৯.৬৩০৫৫৬ দিনে যা বর্তমান চান্দ্র মাস থেকে মাত্র ০.০০০০৩২ (০.০৪৬০৮ সে.) দিন কম। এই ৩০ বছর পুনরাবৃত্তিক চক্রে কোন ১১টি বছর অধিবর্ষ রূপে গণ্য হবে তা নির্ধারণের উপায় ইসলামী পঞ্জিকা মতে হল : আলোচ্য হিজরী সনটিকে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে যদি অবশিষ্ট থাকে ২, ৫, ১০, ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২৪, ২৬, বা ২৯ তাহলে বর্ষটিকে অধিবর্ষ হিসেবে ৩৫৫ দিনের বছর বলে গণ্য হরতে হবে। শেষ মাসে এক দিন যুক্ত করতে হবে। যেমন বর্তমান ১৪২৭ সনটি অধিবর্ষ নয় কারণ একে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ৪৮। হিজরী সন সম্পর্কে বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ড. মেঘনাদ সাহার মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

“The purely lunar calendar (e.g.Hijri)... was introduced by the prophet to release the common man from dependence on the learned Ulema for finding out time of his religious observances. The lunar year, starting with the 1st day of the month of Muharram, may start on any date of the solar year, and the Muhamedan year slips through the solar year in 32 ½ years. But the complete severance of the year with season have been found to be very inconvenient for the civil purpose.”¹

Иероглi t বিশুদ্ধ চান্দ্র বৎসর ভিত্তিক একমাত্র অন্দ সারা ভারতে প্রচলিত ছিল, সেটি হল ‘বিক্রমাব্দ’। এই বছরের প্রথম মাস চৈত্র। মাস শুরু হয় পূর্ণিমাস্তে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে, আর বর্ষ শুরু হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার ১৫দিন পরে অর্থাৎ চৈত্রের অমাবস্যার পরদিন থেকে। তবে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য অন্দের সাথে সাজু্য রাখা ও জ্যোতির্বেদিক কারণে এই চান্দ্র পঞ্জিকা একটি প্রাতিসঙ্গিক সৌর বছরে খচিত করা হয়। এই বছরটি শুরু হয় সৌর বৈশাখ মাস থেকে মহাবিশুব সংক্রান্তির পরদিন থেকে। জনপ্রিয় অভিমত হল উজ্জয়িনীর রাজা ‘বিক্রমাদিত্য’ এই প্রচলন করিছিলেন ৫৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে শকদের বিতাড়ন ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে।

Zwi L-B-Rvj vj x t বিশুদ্ধ সৌর বছর কেন্দ্রিক আর একটি পঞ্জিকা হল ইরানীয় সন *তারিখ-ই-জলালী*, যা হিজরী ৪৭১ সালে ইরানে প্রবর্তিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন

¹ M.N.Saha, The Reform of the Indian Calendar, Presidential Address of the Indian Astronomical and Astrophysical Society, 1952; The Indian Science News Association, 1952

হলে পুরাতন ঋতুভিত্তিক ইরানীয় সৌর ক্যালেন্ডারের স্থলে বিশুদ্ধ ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডার (হিজরী) সে দেশে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যদিও স্থানীয় ইরানবাসীরা তা পছন্দ করে নি। পারস্যবাসীর স্মরণাতীত কাল থেকে পালিত ঐতিহ্যিক নববর্ষ নওরোজ পালনে অসুবিধা হচ্ছিল, এতে সাধারণ ইরানবাসীরা ক্ষুব্ধ ছিল।

১০৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট সেলজুক সুলতান জালাল উদ্দিন মালেক শাহ সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ-গণিতজ্ঞ ও কবি ওমর খৈয়াম এবং অন্য ৭ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে পুরাতন ইরানী ক্যালেন্ডারের পুনঃসংস্কারের জন্য নির্দেশ দেন। এই পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক পরিমার্জিত বর্ষপঞ্জী প্রবর্তিত হয় ৪৭১ হিজরীর রমজান মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ ১০৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ থেকে। অর্থাৎ *তারিখ-ই-জলালী* নামে খ্যাতি লাভ করে। জালালী সংস্কার নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে- আমরা সে বিতর্কে না প্রবেশ করে একথা বলতে পারি যে এই ক্যালেন্ডারে ৩৩ বছরে ৮টি অধিদিবস অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এ থেকে মনে হয় সে সময় এক সৌর দিবসে দিবস সংখ্যা ৩৬৫.২৪২৪ ধরা হয়েছিল। খ্রৈগরীয় ক্যালেন্ডারে এ সংখ্যা ৩৬৫.২৫ এবং আধুনিক মান ৩৬৫.২৪২২। সুতরাং জালালী পঞ্জিকা অনেক বেশী শুদ্ধ। পারসিক সনটি গণনা করা হত মহাবিশুব সংক্রান্তির (vernal equinox) দিন থেকে। আধুনিক পারস্যে সম্রাট রেজা শাহ পাহলবি পুনরায় এই বর্ষপঞ্জীর আধুনিকায়ন করেন (১৯২০)। তিনি পুনরায় পুরাতন মাসগুলির নাম চালু করেন আরবী মাস নামের পরিবর্তে; প্রথম ৬টি মাস হবে ৩১ দিনে, পরের ৫টি মাস ৩০ দিনে, এবং শেষ এসফান্দ মাসটি হবে ২৯ দিনে অথবা ৩০ দিনে, যদি বছরটি অধিবর্ষ হয়।

তারিখ-ই-জলালীর প্রবর্তন সম্পর্কে ড. সাহার অভিমত হল :

“ In 1079 A.D. Sultan Jelaluddin Melik Shah of Iran introduced a solar calendar for Iran; and this was introduced by Emperor Akbar in India in 1584 A.D. under the name *Tarik-ilahi*. Akber’s calendar was used to date all events from his accession (1556 A.D.) and was official calendar during the reign of Jehangir and early part of Sahjahan’s reign when it fell into disuse. But it gave rise to a number of hybrid eras like the *Bengali San* and the *Falsi* era which are still in use.”²

অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বর্ষপঞ্জীকা হল মিশ্র চান্দ্র-সৌর বর্ষপঞ্জীর চমৎকার উদাহরণ, যা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। রাশিচক্রের কল্পনা ও ১২টি রাশিতে বিভক্তকরণ এবং চন্দ্রপথকে ২৭ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি অংশকে এক একটি বিশেষ নক্ষত্র দ্বারা চিহ্নিতকরণ হিন্দু পঞ্জিকার মূল ভিত্তি। একটি অব্দের উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছি ভারতে একাধিক অব্দ প্রচলিত ছিল, তবে এর মধ্যে সারা ভারতব্যাপী প্রসারতা পেয়েছিল শকাব্দ।

KKVā t এই সনটি হল সবচাইতে বহুল ব্যবহৃত এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, আধুনিক যুগেও। ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা এই অব্দ ব্যবহার শুরু করেছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহিরের (মৃত্যু ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে) সময় বা তদপূর্ব কাল থেকে। ভারতীয় পঞ্জিকাকারগণ এখন পর্যন্ত তাঁদের গণনা কাজে শকাব্দ ব্যবহার করেন ‘প্রমাণ অব্দ’ হিসাবে এবং পরে নিজ নিজ পদ্ধতিতে রূপান্তর করে নেয়। শকাব্দ গণনা শুরু হয়েছিল ৭৮ খ্রিস্টাব্দের ‘মহাবিশুব সংক্রান্তি’ বিন্দু (vernal equation) অতিক্রমণ মুহূর্ত থেকে। শকাব্দ নানা নামে অভিহিত : ‘শক-কাল’, ‘শকভূপ কাল’, ‘শাকেন্দ্র কাল’, এবং ‘শালিবাহন শক’ ও ‘শকসংবৎ’। এর চান্দ্র বৎসর ‘চৈত্রাদি’ এবং সৌর বৎসর গণনার ভিত্তি মেঘাদি। উত্তর ভারতে ‘শকাব্দ’এ চান্দ্র-সৌর গণনার মাসের হিসেব করা হয় পূর্ণিমান্ত, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে মাস গণনার ভিত্তি হল ‘অমান্ত’ পদ্ধতি। শকাব্দের উৎস সম্পর্কে অবশ্য বিশদ জানা যায়নি। তবে বলা হয়ে থাকে উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপদের (১৩০-৩৯৫ খ্রীস্টাব্দ) উদ্ভবের সাথে এই শকাব্দের জন্মের যোগ রয়েছে। তাদের নিজস্ব দলিলপত্র উৎকীর্ণে রাজ্যাভিষেক ভিত্তিক সনের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সরাসরি শকাব্দ নাম নেই। তবে তাদের প্রচলিত অব্দই যে কালে শকাব্দে পরিণত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

² ibid

শকাব্দের প্রারম্ভ বছর নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কনো'র (Konow) এর মতে এটি ৮৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ; অর্থাৎ প্রবল প্রতাপশালী মিত্রাদেভের মৃত্যুর তারিখ থেকে যিনি শকাব্দের দর্প খর্ব করেছিলেন। জয়সওয়ালের মতে এর শুরু ১২০ খ্রি.পূ., হার্জফেল্ড (Herzfeld) এর মতে ১১০ খ্রি.পূ. রাপসনের (Rapson) মতে ১৫০ খ্রি. এবং টার (Tarr)-এর মতে ১৫৫ খ্রি.পূ.। অন্যদিকে প্রাচীন শকাব্দের শুরু ১২৯ খ্রি.পূ. বলে মনে করেন ভ্যান লহুইজেন দ্য লিহুইউ (Van Lohuizen de Leeuw)।

এ প্রসঙ্গে আমরা আলবেরুনীয় মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তাঁর মতে শক নামে কোন এক রাজা আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তার করে ভারতীয়দের উপর নির্যাতন চালালে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বদেশাগত রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে জনগণকে রক্ষা করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণে রাখার জন্য জ্যোতির্বিদরা এক নতুন অব্দের প্রচলন করেন এবং বিক্রমাদিত্যের নামের আগে শ্রী ব্যবহার করতে শুরু করেন। তবে আলবেরুনী সঠিকভাবেই মনে করেন এই বিক্রমাদিত্য ও বিক্রমাদিত্য প্রচলনকারী বিক্রমাদিত্য ভিন্ন ব্যক্তি। আমরা জানি শক বিজয়ী বিক্রমাদিত্য হলেন গুপ্ত সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত। আলবেরুনী উল্লেখ করেছেন যে বিক্রমাদিত্য ও শকাব্দের মধ্যে পার্থক্য ১৩৫ বছর এবং বিক্রমাদিত্য শকাব্দ পরবর্তী। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের শুরু ৫৭ খ্রি.পূ. হলে শকাব্দের শুরু হয় ৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

পূর্ব ভারতে প্রচলিত অব্দ

শকাব্দের পাশাপাশি বাংলাসহ পূর্বভারতে 'গুপ্তাব্দ' ছিল জনপ্রিয় অব্দ। গুপ্তাব্দও ছিল একটি মিশ্র অব্দ। সম্ভবত গুপ্ত রাজা ২য় চন্দ্রগুপ্ত এই অব্দের প্রচলন করেছিলেন ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে। ৫১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এতদ অঞ্চলে গুপ্তদের প্রভাব অপসৃত হলে 'গুপ্তাব্দের' ব্যবহার লুপ্ত হয়। বিক্রমাদিত্য কোন সময়েই বাংলায় জনপ্রিয় হয় নি। বাংলার রাজন্যরা, যেমন শশাঙ্ক, এমন কি প্রবল প্রতাপশালী পাল রাজারাও তাতেও দীর্ঘ শাসনামলে ((৭৫০-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) নতুন কোন অব্দের প্রচলন করেন নি। পালদের মত সেন রাজারা তাম্র উৎকীর্ণে, শিলা লিপিতে ও নানাবিধ প্রশাসনিক কাজকর্মে 'রাজ্যাভিষেক বছর' ব্যবহার করতেন। তবে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে লক্ষ্মণাব্দ নামে একটি অব্দ স্বল্পকাল প্রচলিত ছিল। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রকৃত অর্থে সর্ববঙ্গীয় কোন অব্দ বাংলায় প্রচলিত ছিল না। রাজকীয় কার্যে হিজরী সন ব্যবহৃত হত। তবে জ্ঞানী-গুণীজন তাঁদের লেখা ও জ্ঞান চর্চায় শকাব্দ ব্যবহার করতেন, আর সাধারণ মানুষ পরিগণাতি নামে প্রচলিত একটি অব্দ ব্যবহার করত; হিন্দু রাজত্বের অবসানের কাল থেকে তা চালু হয় বলে মনে হয়। পাঠান ও মোগল আমলে সরকারীভাবে হিজরী সন অনুসৃত হত, এবং আকবরের আমলে ইলাহি সন সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর সাধারণ জনগণ ইলাহির আদর্শে সৃষ্ট নতুন বাংলা পঞ্জিকা।

Zwi L B B j w n t বর্তমান কালে প্রচলিত বঙ্গাব্দের সাথে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'তারিখ-ই-ইলাহি' সনের কোন সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আকবর নামা থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবর নতুন একটি ধর্মমত দ্বিন ইলাহির মত একটি নতুন অব্দও তাঁর রাজত্বকালের ২৯তম বৎসরে প্রবর্তন করেছিলেন। এই নতুন সনটির গণনা পদ্ধতি হিজরী অনুসৃত চান্দ্র পদ্ধতির পরিবর্তে হবে সৌর ভিত্তিক। এই নতুন অব্দের নামকরণ করা হয়েছিল *তারিখ-ই-ইলাহি*। নিঃসন্দেহে সম্রাট আকবর ১০৭৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট সুলতান জালাল উদ্দিন কর্তৃক প্রবর্তিত সৌর গণনা ভিত্তিক ইরানী সন তারিখ ই জালালী দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। আমরা ইতোপূর্বেই তারিখ ই জালালী অব্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মোঘল সম্রাটেরা চুগতাই তুর্কি বংশোদ্ভব হলেও পারস্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত, পারস্য ভাষা ছিল তাদের সাংস্কৃতিক ভাষা। আকবর যদি ইরানীয় সংস্কারে উজ্জীবিত হয়ে 'তারিখ-ই-জালালী'র আদর্শে 'তারিখ-ই-ইলাহি' প্রবর্তন করে থাকেন তাহলে তা আশ্চর্য হবার মত কোন ঝুঁকি নয়। এখানে উল্লেখ্য যে মোগলরা ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সুন্নি মুসলমান, সংস্কৃতিতে ইন্দো-পারসিক এবং জাতিতে তুর্কী-মোগলীয়। দূরদর্শী আকবর বুঝেছিলেন যে সৌর-চন্দ্র খচিত প্রাচীন ভারতীয় বর্ষপঞ্জী অথবা বিশুদ্ধ চান্দ্র গণনা ভিত্তিক হিজরী অব্দ বৈচিত্রময় ষড়ঋতুর দেশ হিন্দুস্তানে অচল। এর পরিমার্জন আবশ্যিক, তাই হিজরী সনের সীমাবদ্ধতাকে ও ভারতীয় মিশ্র সনসমূহের জটিলতাকে মাথায় রেখে তিনি তাঁর জ্যোতির্বিদদের নির্দেশ দিয়েছিলেন জালালী অব্দের আদর্শে একটি সৌর গণনা ভিত্তিক জাতীয় ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী প্রণয়ন করার। তারই ফলশ্রুতি 'তারিখ-ই-ইলাহি'। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দূর্ভাগ্যবশত এই জাতীয় ক্যালেন্ডারের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। হিজরী সন পুনরায় সরকারী কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে, এবং 'তারিখ-ই-ইলাহি' আদর্শে প্রণীত স্থানীয় সনসমূহ বিশুদ্ধ সৌর-চরিত্র হারিয়ে ফেলে পুনরায় সৌর-চান্দ্র মিশ্র জটিলতায় প্রত্যগমন করে আকবরের সংস্কারের মূল আত্মাকে ধ্বংস করে।

আকবরের দূরদর্শিতা সাধারণ পঞ্জিকাকারদের মধ্যে আশাও করা যায় না। আকবর ছিলেন তাঁর কালের অনেক অগ্রগামী পুরুষ। এজন্যই তিনি ইতিহাসে 'আকবর দি গ্রেট', মহামান্য আকবর।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা বিজ্ঞানী জ্যোতি-পদার্থবিদ ড.মেঘনাদ সাহার মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই :

“Hijri year is 11 days shorter than tropical solar years, as it is a lunar year. So Hijri year gets behind the solar year by 11 days every years. In the Hijri year 969, the Emperor Akbar declared that thenceforth all calculations regarding year would be made according to solar years.

Bangabda can be derived from the Hijri ear 969 by the solar method of calculation...”*

তবে এই নতুন অন্দের ঘোষণা হিজরি ৯৬৯ সালে (১৫৮৪) প্রদান করা হলেও এর কার্যকারিতা শুরু হয় আকবরের রাজ্যাভিষেক বর্ষ অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরি (১৫৫৬) থেকে। সাহাও তা পরে উল্লেখ করেছেন :

“After the introduction of Tarikh Ilahi (1556 AD) in the year of his accession to throne by the Emperor Akbar, the people of Bengal began to use the Surya Sidhanta reckoning, and the solar year. The Bengali San, we take Hijri year elapsed in 1556 i.e. 963 and add to it the number of solar years. Thus 1954 AD is (963+1954-1556) 1361 Bangla San.”**

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাহার অভিমত হল আকবরের 'তারিখ-ই-ইলাহি' হল বঙ্গাব্দের মূলে। এই তারিখ-ই-ইলাহি, যার গণনার ভিত্তি সৌর বৎসর, প্রচলিত হয় ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন অব্দ হিসেবে। অবশ্য এর কার্যকারিতা প্রদান করা হয় আকবরের সিংহাসনে আরোহনের বর্ষ থেকে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ বা ৯৬৩ হিজরি।

অন্য একটি মত হল, সম্রাট আকবর ৯৬৯ হিজরিতে এক ঘোষণায় উল্লেখ করেছিলেন যে, অতঃপর সাম্রাজ্যের সকল প্রশাসনিক কাজে যে সন ব্যবহৃত হবে তা ৯৬৯ হলেও এর গণনা পদ্ধতি হবে সৌর ভিত্তিক, অর্থাৎ প্রস্তাবিত অব্দটি হবে সৌর অব্দ-যা ঋতুর সাথে সঙ্গতি রেখে আবর্তিত হতে থাকে। এই নতুন অব্দের নামকরণ করা হয় তারিখ-ই-ইলাহি। সনটি অবশ্য তার জ্যোতির্বিদদের পরামর্শে আকবরের সিংহাসন আরোহনের বর্ষ অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরি থেকে কার্যকর করা হয়। সুতরাং নতুন সন ৯৬৯ তারিখ-ই-ইলাহি হল আকবর বাদশাহর রাজত্ব কালের সূচনা বৎসর। এর পর থেকে ৯৬৩ ইলাহি সৌর পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। সুতরাং ৯৬৩ তারিখ-ই-ইলাহি জন্মলগ্নে ৯৬৩ হিজরির সাথে একত্রে থাকলেও এটি ক্রমশঃ প্রতি বছর ১১ দিন হিসেবে হিজরি সনের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তারিখ-ই-ইলাহির জন্ম সম্পর্কে মোটামুটি বিশদ তথ্য দেয়া আছে। এ সম্পর্কে এক স্থানে বলা হচ্ছে :

“আকবর বেশ কিছুদিন ধরে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দিন গণনার সমস্যাকে সহজ করে তোলার জন্য একটি নতুন বৎসর ও মাস গণনা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছিলেন। তিনি হিজরি (অব্দ) প্রথা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন ...। আমীর ফতই উল্লাহ শিরাজীর প্রচেষ্টায় এই (নতুন) অব্দের প্রবর্তন হল। এই (অব্দের) বৎসর ও দিনগুলি স্বাভাবিক, সৌর অধিবর্ষহীন। ইরানি মাস ও দিন সমূহ অপরিবর্তিত রাখা হল। মাসের দিনের সংখ্যা ২৯ থেকে ৩২ এবং শেষের মাসের (শেষ দুদিন) রোজ ও শব (দিন ও রাত্রি) নামে পরিচিত।... ইলাহি (দৈব) অব্দের মাসগুলি হচ্ছে : ফরওয়ারদিন, আর্দিবিহিস্ট, তির, অমুরদাদ, শারেবার, মিহর, আবান, আজব, দয়, রহমান, ও ইসফন-দারমজ।”

অন্য একটি অধ্যায়ের এক স্থানে বলা হয়েছে :

* Collected Works of Meghnad Saha, Vol. 3, Ed. Santimony Chatterjee, Saha Institute of Nuclear Physics, Orient Longman, 1992.

** ibid

“সম্রাটের ২৯ দৈব বৎসরের (প্রকৃত পক্ষে রাজ্যবর্ষের) এবং হিজরি অন্দের ৮ই রবিউল-আউয়াল, বুধবার রাত্রির (কিছু সময়) অতিক্রান্ত হলে পর সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে এবং দিন ও রাত্রির (অর্থাৎ মহাবিশ্ব দিবসের) শুরু হয় ।... এই বৎসরের প্রারম্ভে (অর্থাৎ ২৯তম রাজ্যবর্ষে) ইলাহি অন্দ প্রবর্তিত হয়েছিল ।”

হিজরি ৯৬৩, ৮ই রবিউল-আউয়াল, বুধবার মহাবিশ্ব সংক্রান্তি বিন্দু (ঠেবৎহধষ বয়ঁরহড়ী) অতিক্রমণ মুহূর্ত থেকে তারিখ ইলাহি প্রবর্তিত হলেও এর কার্যকারিতা আকবরের সিংহাসন আরোহনের দিন থেকে ধরা হয়-এ ইস্তিত আকবর-নামাতেও রয়েছে। উল্লেখ্য যে হিজরি ৯৬৩, ২রা রবি-ইস-সানি (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬) হল আকবরের সিংহাসন আরোহনের দিন। বোঝাই যাচ্ছে যে ঠিক এ দিন থেকে ইলাহি প্রবর্তিত হয়নি, কেননা হওয়া উচিত ছিল ২১শে মার্চ, ১৫৫৬। তবে তারতম্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যেতে পারে জ্যোতির্বিদিক গণনার স্বার্থে। এ প্রসঙ্গে আকবর নামার উক্তি পরিষ্কার : “সিংহাসন আরোহনের ২৫দিন গত হলে, অর্থাৎ বুধবার, ২৮শে রবি-উস-সানি (১১ই মার্চ ১৫৫৬) তারিখে ভূবন আলোককারী “নতুন বর্ষের” শুরু হয়েছিল। এদিনটি ছিল পারসিক বছরের নওরোজ-১লা ফরওয়ারদিন; বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ দিন (অর্থাৎ ১১ই মার্চ) সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করত।” এই বিশ্বাস ও বর্ষারম্ভের দিন সম্ভবতঃ পারস্য নওরোজের প্রভাব থেকে সজ্জাত। বস্তুত ২১শে মার্চ তারিখে ‘মহাবিশ্ব সংক্রান্তি’ হয় ১১ই মার্চ তারিখে।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আকবরের যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে তার কোনটিতেই নূতন বৎসরের উৎকীর্ণ তারিখ ৩০তম রাজ্যবৎসরের পূর্বে বা ৫০তম রাজ্যবর্ষের পরে নয়। আকবর তার রাজত্বের (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ থেকে ১৫ই অক্টোবর ১৬০৫) ৫০তম বর্ষে দেহত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং নূতন বছরের আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন রাজ্যারোহন দিন থেকে গণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে বলিষ্ঠভাবে এর প্রয়োগ ঘটতে থাকে ২৯তম রাজ্যকাল থেকে।

আকবরনামাতে ১ম থেকে ২৭তম ইলাহির বর্ষারম্ভের দিনগুলি রেকর্ড করা আছে : এতে দেখা যায় এসব বছরের প্রতিটি বর্ষ শুরু হয়েছিল ১১ই মার্চ থেকে (১৪ বার), ১০ই মার্চ থেকে (১০ বার), ১২ই মার্চ থেকে (৩ বার); অর্থাৎ ইলাহির সূচনা বৎসর থেকে ২৭ তম বর্ষ শুরু হয়েছিল ১০-১১ই মার্চের মধ্যে, এবং তখনকার বিশ্বাস মতে (পারসিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবজাত) মহাবিশ্ব সংক্রান্তির ক্ষণ থেকে। তবে বর্ষগুলি যে সৌর গণনাভিত্তিক, এতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী কালে এর পরিবর্তন ঘটে, সম্ভবতঃ তাঁর নবরত্ন সভার জ্যোতির্বিদগণ প্রকৃত মহাবিশ্ব সংক্রান্তির ক্ষণের ও বর্ষারম্ভের দিনের মধ্যে তারতম্যের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে ২৮তম বর্ষটির (আকবরনামায় উল্লিখিত) বর্ষারম্ভ হয় ২১শে মার্চ, ১৫৮৩ থেকে (হিজরি : ২১ সফর, ৯৯৩)। আর ২৯তম রাজ্যবর্ষে এ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, এবং নতুন অন্দের নামকরণ করা হল ‘ইলাহি’। আকবরনামায় ২৮তম থেকে ৫০ তম ইলাহির বছরগুলির বর্ষারম্ভের যে দিনগুলির উল্লেখ আছে তা হল: ২১শে মার্চ (১৩ বার), ২০শে মার্চ (৮ বার), ১৯শে মার্চ (২ বার)।

শুধু একাডেমিক উদ্দেশ্য নিয়ে মহামতি আকবর এই অন্দ ভিত্তিক তারিখ-ই-ইলাহি’র প্রচলনের উদ্যোগ নেন নি। আকবর ছিলেন বাস্তববাদী (Pragmatic)। ২১শে মার্চকে নববর্ষ ধরার বড় সুবিধা হল ঐ দিনটিতে দিন ও রাত্রি সমান, তবে আরও বড় কারণ হল এ সময়টিতে ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রধান ফসলাদি চাষীদের ঘরে আসে। তাই এ সময় রাজস্ব আদায় সহজ হত-এতে সন্দেহ নেই। হিজরি সন ব্যবহারে এই সুবিধা পাওয়া যেত না, কারণ চান্দ্র বৎসরের তারিখ সৌর বৎসরের গণনায় প্রতি বছরে ১১ দিন পিছিয়ে পড়ে। রাজস্ব নির্ভর শাসন কার্যে এটি একটি বড় অসুবিধা। তাই ‘ইলাহি’র আর একটি নাম ছিল ‘রাজস্ব বর্ষ’ (বা ফসলি সন)।

সুবে বাংলায় খুব সম্ভব রাজস্ব বিষয়ক পণ্ডিত রাজা টোডরমল ‘ইলাহি’র প্রচলন ঘটান; তবে এটি স্থানীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে সংগতি রেখে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হয়। বর্ষ গণনা শুরু হয় মেঘাদি পদ্ধতিতে, এবং প্রথম মাসের নাম হয় বৈশাখ। অতঃপর পণ্ডিত পঞ্জিকাকারদের হাতে পরে আকবর প্রবর্তিত সহজ-সরল সাধারণ-বোধগম্য অন্দিট জটিল রূপ ধারণ করে। এর বড় কারণঃ সৌর বছরের উপর পুনরায় চান্দ্র বৎসরকে খচিত করা হল হিন্দু নাগরিকদের চান্দ্র গণনা ভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দিন, তিথি ইত্যাদি নির্ণয়করণের নিমিত্ত।

বঙ্গাব্দ | Zwi L B Bijn : বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধান

বঙ্গাব্দের সাথে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'তারিখ-ই-ইলাহি' সনের সম্পৃক্ততা প্রায় সর্বজন বিদিত। উপরের আলোচনাতেই তা প্রতীতি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে আমরা বিজ্ঞানী জ্যোতি-পদার্থবিদ ড.মেঘনাদ সাহার মন্তব্যও তুলে ধরেছি।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে সরাসরি না হলেও সম্রাট আকবর কর্তৃক 'তারিখ ই-ইলাহি' প্রবর্তিত সনকে আদর্শ সৌর ক্যালেন্ডার ধরে নিয়ে ভারতের নানা অঞ্চলে স্থানীয় সন প্রচলিত হতে থাকে। বঙ্গদেশেও তারিখ ই-ইলাহি'র আদর্শে সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক সৌর-বৎসর সনের ব্যবহার শুরু হয়। এই সনই বর্তমানের বঙ্গাব্দে অর্থাৎ কাংলা সনে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণভাবে এই ধরনের স্থানীয় সনগুলোকে বলা হত 'ফসলি' সন। বঙ্গাব্দ এই প্রক্রিয়ারই ফসল। কাজেই বলা যেতে পারে বাঙলা সন হল একটি সঙ্কর অব্দ যার মূল ভিত্তি ছিল হিজরি সন, কিন্তু গণনা করা হত সৌর বৎসর ধরে।

আকবরের রাজ্যারোহনের দিন থেকেই যেমন তারিখ ইলাহির প্রবর্তন ৯৬৩ হিজরীকে ভিত ধরে, তেমনি বাংলা সনের ভিতও হল ৯৬৩ ইলাহি বা হিজরী। প্রাতিসঙ্গিক খ্রীস্টাব্দ হল ১৫৬৫। উল্টো করে বলা যায় ৯৬৩ বঙ্গাব্দে সম্রাট আকবর রাজ্যারোহন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে ৯৬৩ হিজরীর ২রা রবি ইস সানি (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬) তারিখে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। কোন খ্রিস্টীয় অব্দ থেকে বাংলা সন পেতে হলে আমরা নীচের সূত্রটি ব্যবহার করতে পারিঃ

ধরা যাক, x নির্ণেয় বাংলা সন ; y = প্রদত্ত খ্রিস্টীয় সন
তাহলে আমরা লিখতে পারি-

$$x = ৯৬৩ + (y - ১৫৫৬)$$

উদাহরণ ধরা যাক $y = ২০০০$, তাহলে

$$\begin{aligned} x &= \text{প্রাতিসঙ্গিক বাংলা সন} = ৯৬৩ + (২০০০ - ১৫৫৬) = (৯৬৩ - ১৫৫৬) + ২০০০ \\ &= ২০০০ - ৫৯৩ \\ &= ১৪০৭ \text{ বাংলা সন} \end{aligned}$$

সিধে কথায় খ্রিস্ট বছর থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে প্রাতিসঙ্গিক বাংলা সন পাওয়া যাবে। এটি হবে খ্রিস্টীয় সনটি ১৪ বা ১৫ই এপ্রিলের পরে হলে, এর আগে হলে ৫৯৪ বিয়োগ করতে হয়। যেমন ধরা যাক আজ ১৩ই এপ্রিল বর্তমান খ্রিস্টীয় সন ২০০৬, এর প্রাতিসঙ্গিক আজকের ৩০শে চৈত্র তারিখে বাংলা সন হবে $(২০০৬ - ৫৯৪ = ১৪১২)$ ১৪১২। কিন্তু ১৪ এপ্রিল বা তার পরের যে কোন তারিখের জন্য বাংলা সন হবে $(২০০৬ - ৫৯৩ = ১৪১৩)$ অর্থাৎ ১৪১৩ সন।

একইভায়ে পূর্বভারতের নানা রাজ্যে তারিখ-ই-ইলাহি'র আদর্শে স্থানীয় সন প্রচলিত হয়েছিল, যেমন বাংলা ও উড়িষ্যা আমলি ও বিলায়তি সন এবং বাংলা, বিহার, দাক্ষিণাত্য ও তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের ফসলি সন প্রচলিত হয়েছিল। যদিও বাংলা সন মেঘরাশিতে সূর্যের প্রবেশের সাথে বর্ষারম্ভ গণনা করা হত, তবে অন্য ফসলি সন সমূহ স্থানীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্ষারম্ভ গণ্য করত, যেমন উড়িষ্যায় প্রচলিত আমলি সনের আরম্ভ ধরা হয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্মদিন থেকে।

পোপ গ্রেগরী, বা পারস্য সম্রাট জালার উদ্দিন মালিক শাহ'র মতই সম্রাট আকবর বর্ষপঞ্জী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। আর এখানেই আকবরের মহত্ব অন্তর্নিহিত। এ কারণেই বিজ্ঞানী পদার্থবিদ ড. মেঘনাদ সাহা আকবরের এই অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন তাঁর একটি উক্তিতে :

“ The Mughal Emperors appear to have strongly felt the necessity of a reformed solar calender, and a central observatory. The great Akber introduced the Jelali Calender of Iran, which is one of the best solar calenders, as it take into account precession (Sayana reckoning), and gives a better approximation to the actual tropical –year length than even the Gregorian rules. Various Fasli or Harvest calenders sprang up as a result of

Akber's reforms within the different provinces of India, but his reform measures were misunderstood and in the absence of central guidance, these calendars did not take up the Sayana reckoning, as is the case of with the Iranian calendar, but reverted to the orthodox Nirayana reckoning. Further they took up various local calendars and the purpose of introducing a National Calendar was defeated. But it was a worthy attempt, the greatness of which should be properly appreciated” (*Collected Works of Meghnad Saha*, Vol. 3, p59, Ed. Santimony Chatterjee, Saha Institute of Nuclear Physics, Orient Longman, 1992)।

১৬৮৬

বঙ্গাব্দের সাথে আকবর প্রবর্তিত ‘তারিখ ইলাহি’ সম্পৃক্ততা সকলেই মনে নিয়েছেন এমনটি নয়। বেশ কিছু ইতিহাসবিদ, গবেষক বঙ্গাব্দের উৎস নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. রাজা শশাঙ্ক : রাজা শশাঙ্ক সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে-শেষ গুপ্তরাজাদের (Later Guptas) অবলুপ্তির পর গৌড়-বঙ্গের অধিপতি হন। ৩০০-গুপ্তাব্দ নামাঙ্কিত একটি তাম্রশাসনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইয়ান-চোয়াং তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে নাতিদীর্ঘ মন্তব্য করেছেন, যদিও তা প্রশংসাসূচক নয়ঃ

”কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধধর্মের প্রবল দুরাত্মা অধিপতি শশাঙ্ক কর্তৃক হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হয়েছিলেন...।” শশাঙ্ক যে প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজ্যের পশ্চিমে কৌনজরাজ হর্ষবর্ধন ও প্রাচ্যে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাঁকে টিকে থাকতে হয়েছিল।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন রাজা শশাঙ্কই হলেন বঙ্গাব্দের মূল প্রবর্তক। তাঁদের মতে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে এই বঙ্গাব্দ চালু হয়েছিল। এ বঙ্গাব্দের প্রধান প্রবক্তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন যে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, সোমবার বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়। ঐ দিনই শশাঙ্ক গৌরবঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ছিল :

”অতএব আপাততঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও আনুষঙ্গিক প্রমাণে প্রমাণিত যে শশাঙ্কের আমলেই বঙ্গাব্দের সূচনা।”

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই একটি মত মাত্র, এর পশ্চাতে তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণ নেই, তা তাঁর নিজের কথাতেই বিধৃত। আমাদের পূর্বোল্লিখিত তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে, ‘শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য’ অর্থাৎ শশাঙ্ক তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যধীন গৌড়বঙ্গের মহাসামন্ত মাত্র। তাম্রশাসনটি মগধে পাওয়া গেছে। সুতরাং শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এর পক্ষে কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। মেদেনীপুরে প্রাপ্ত দুটি তাম্রলেখে শশাঙ্কের যে দুটি বছরের (৭ ও ১৯) কথা বলা হয়েছে তা নেহাতই রাজ্যকাল সূচক, নতুন কোন বঙ্গাব্দ সূচক নয়। তাই একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে ৫৯৪-১০৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গাব্দ সূচক কোন সনের উল্লেখ কোন দলিল, পুঁথি, তাম্রলেখ, শিলালিপি’তে দেখা যায় নি এখন পর্যন্ত। তবে বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত একটি মন্দির লেখে শকাব্দের (১৬০৮) পাশাপাশি একটি অব্দের উল্লেখ দেখা যায় তার পাঠ ধরা হয়েছে ১০৯৩ সন। এটি সম্ভবতঃ বাংলা সনের প্রাচীনতম উল্লেখ, যদিও অবশ্য বঙ্গাব্দ কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু হিসাব করে সহজেই নির্ধারণ করা যায় যে, উল্লেখিত সনটি বঙ্গাব্দ। ১৬০৮ শকাব্দের প্রাতিষঙ্গিক খ্রিস্টীয় সন হল : ১৬০৮+৭৮=১৬৮৬। ১৬৮৬ আর ১০৯৩ এর মধ্যে পার্থক্য হল (১৬৮৬-১০৯৩) ’৫৯৩, যা বাংলা সন ও খ্রিস্টীয় সনের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পার্থক্য। সুতরাং ১০৯৩ সনটি যে বঙ্গাব্দ, এতে সন্দেহ নেই।

২. হোসেন শাহ : অনেক সুধীজনের মতে হোসেন শাহী আমলে বঙ্গাব্দের প্রচলন ঘটেছিল। কিন্তু এ মতবাদের পশ্চাতেও কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নেই। বাংলা ভাষার উন্নয়নে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা সর্বজন স্বীকৃত, কিন্তু বঙ্গাব্দ প্রচলনে তাঁর কৃতিত্বকে মানা যায় না। এ দাবীর সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়, কাশীরামদাস রচিত মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুঁথির তারিখ পাঠ করেছিলেন ৮৯৫। এটি

বঙ্গাব্দ বলে তিনি অনুমান করেছিলেন মাত্র। সম্ভবতঃ এই পাঠের ভিত্তিতেই হোসেন শাহকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসেবে অনেকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। দুঃখের বিষয় যে, সম্প্রতি পাঠটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সঠিক পাঠ: "সন ৯৪ (বা ৯৫ বা ৯৬)"। তবে হোসেন শাহী আমলে হিজরি ছাড়াও বাংলায় 'পরগনাত' নামে একটি সন প্রচলিত ছিল, যার কথা আমরা উল্লেখ করেছি: মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে এটির প্রচলন ঘটেছিল ১২০১-২ খ্রিস্টাব্দ থেকে, অর্থাৎ বখতিয়ার খলজির হাতে বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের পরাজয় কাল থেকে। বলা হয়ে থাকে ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পঞ্জিকাধারণ এই সনের প্রচলন করেন। এই সনের একটি উদাহরণঃ দুর্গাসিংহ রচিত 'কাতন্ত্র'-বৃত্তি-টীকা 'পুঁথি তারিখ ১৪৫১ শকাব্দ 'ত' সং ৩২৭। 'ত' হল 'পরগণাতি'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এ দুটি সনের প্রাতিষঙ্গিক খ্রিস্টীয় সন হল ১৫২৯।

৩. তিব্বত নৃপতি রি-সঙ-সন : বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত সিলভ্যা লেভি বহুদিন পূর্বে, কেবল ধ্বনি গত মিল 'সন' এর ভিত্তিতে বলেছিলেন যে এই তিব্বত রাজ ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সন প্রচলন করেছিলেন। বাংলাদেশে এমন কোন প্রতাপশালী তিব্বতি রাজার শাসনের উল্লেখ নেই যার নামে বাংলা সন চালু হতে পারে। এটি অনুমান মাত্র। যেখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, 'সন' কথাটি হল আরবি, যার অর্থ 'বৎসর'।

elsj v el@xi ms -vi

১৯৫২ সালে বিখ্যাত জ্যোতি-পদার্থবিদ বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা ভারতে প্রচলিত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা ভিত্তিক প্রণীত বিভিন্ন বর্ষপঞ্জীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেন, যার গণনার ভিত্তি হবে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই সুপারিশেরই ভিত্তিতে ভারতে কিছু কিছু বর্ষপঞ্জীর সংস্কার সাধিত হয়, বিশেষ করে শকাব্দ ভিত্তিক বর্ষপঞ্জীর। কোন কোন বাংলা বর্ষপঞ্জীর সংস্কারও সাধিত হয় পশ্চিমবঙ্গে। তবে বেশীর ভাগ সনাতন পন্থী পঞ্জিকাধারণ এই সুপারিশ গ্রহণ করেননি, তারা প্রাচীন পদ্ধতিতেই পঞ্জিকা প্রণয়ন অব্যাহত রেখেছেন। বস্তুত ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার সাহার নেতৃত্বাধীন বর্ষপঞ্জী সংস্কার কমিটির সুপারিশ গণগ্রহণ করেন। এই সুপারিশ অনুসারে 'শকাব্দের' সংস্কার নিম্ন রূপ :

১. (ক) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ কে ধরা হবে ১৮৭৯ শকাব্দের প্রথম মাস : ১লা চৈত্র।
(খ) বর্ষ শুরু হবে চৈত্র মাসে, শেষ হবে ফাল্গুন'এ।
২. মাসের দিবসের সংখ্যা নিম্নরূপ :
১ম মাস (চৈত্র) : ৩০ দিন
পরবর্তী ৫ মাস (বৈশাখ-ভাদ্র) : প্রতিটি ৩১ দিন অর্থাৎ ৩১*৫=১৫৫ দিন।
পরবর্তী ৬ মাস (আশ্বিন-ফাল্গুন) : প্রতিটি ৩০ দিন অর্থাৎ ৩০*৬=১৮০ দিন।
অর্থাৎ সাধারণ বর্ষ হবে ৩৬৫ দিনে।
৩. অধিবর্ষে (leap year) প্রথম মাস চৈত্র হবে ৩১ দিনে। অর্থাৎ অধিবর্ষ হবে ৩৬৬ দিনে।

মোটামুটি বিজ্ঞানী সাহার সুপারিশকে সামনে রেখে বাংলাদেশেও বাংলা বর্ষপঞ্জী সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৬২-৬৩ সালে।

elsj v GKv!Wgxi ms -vi

তদকালীন পূর্বপাকিস্তানে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে 'বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার' এ নামে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। শহীদুল্লাহ কমিটি বাংলা ১৩৭১ সন থেকে তাদের সুপারিশ কার্যকর করার নির্দেশ দেন। কমিটিতে সুপারিশ সমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. বর্তমান বাংলা মাসের তারিখ গণনা অত্যন্ত দৃষ্টির বিধায় ১৩৭১ সালের (১৯৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল) বৈশাখ হইতে প্রতিবছর ভাদ্রমাস পর্যন্ত ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিনে গণনা করা হউক।
২. যেহেতু ১৩৬৯ অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) গণনা করা হইয়াছে ঐ বর্ষ হইতে প্রতি ৪র্থ বৎসরে ১ দিন বৃদ্ধি পাইয়া চৈত্রমাস ৩১ দিনে গণনা করা হউক।" (১৩ই জুন ১৯৬৩'তে গৃহীত)

উল্লেখ যে, ১৩৬৯ বাংলা সনের প্রাতিষঙ্গিক ইংরেজী বর্ষ হবে নিম্নরূপ :

১লা বৈশাখ - ১৭ই পৌষ (১৩৬৯) : ১৩৬৯ + ৫৯৩ = ১৯৬২ (১৪ই এপ্রিল - ৩১শে ডিসেম্বর)

১৮ই পৌষ - ৩০শে চৈত্র (১৩৬৯) : ১৩৬৯ + ৫৯৪ = ১৯৬৩ (১লা জানু- ১৩ই এপ্রিল)

ইংরেজী ১৯৬২ বা ১৯৬৩ কোন সালই লিপ ইয়ার নয়, বাংলা ১৩৬৯ সনও ৪ দ্বারা বিভাজ্য নয়, তথাপি ১৩৬৯ সনকে কেন অধিবর্ষ গণনার সুপারিশ করা হল তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শহীদুল্লাহ কমিটির এটি বড় দুর্বলতা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১ম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সরকারি নথিতে বাংলা নোট লেখা এবং বাংলায় সই করা তারিখ প্রদান প্রথা চালু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে এই কার্যধারা অরও জোরদার করেন। অবশেষে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার সকল কাজকর্মে ইংরেজী সন তারিখের পাশাপাশি বাংলা তারিখ লেখার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সরকার শহীদুল্লাহ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে, এবং এর ভিত্তিতে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরির নির্দেশ জারি করেন।

কিন্তু লিপ ইয়ার সংক্রান্ত শহীদুল্লাহ কমিটির অস্পষ্টতা ও জটিলতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি দূরীকরণে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে গঠিত হয় নতুন একটি কমিটি: "বাংলা বর্ষপঞ্জী সংস্কার কমিটি"। এই কমিটি নানা মতামতের বিচার বিশ্লেষণ করে সহজবোধ্য ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য কতিপয় সুপারিশ গ্রহণ করে, যা বাংলা একাডেমীর ২৮-০৫-১৪০১ অর্থাৎ ইংরেজী ১২-০৯-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুসমর্থন পায়।

৳×VŠ-#bg@/c t

"আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাংলা মাস ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রাম বাংলার মানুষের সম্পৃক্ততার কথা স্মরণে রেখে এবং বাংলা বর্ষপঞ্জী প্রণয়নের জন্য শহীদুল্লাহ কমিটির নিকট থেকে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে কমিটি বর্তমানে প্রচলিত বর্ষপঞ্জীর নিম্নরূপ সংস্কার সুপারিশ করছে,

প্রথমধাপে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ,

১. সাধারণভাবে বাংলা বর্ষপঞ্জীর বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাস ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিন গণনা করা হবে;
২. গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে, সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষ গণ্য করা হবে; এবং
৩. অধিবর্ষে ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে গণনা করা হবে।"

এছাড়া কমিটি ১লা বৈশাখকে প্রাতিষঙ্গিক গ্রেগরীয় বছরের ১৪ই এপ্রিলকে বাংলা সনের ১ম দিন হিসেবে ধার্য করে। উল্লেখ্য যে, এই গণনা পদ্ধতি অনুসৃত হলে বাংলা ও ইংরেজী তারিখের মধ্যে একটি সাধারণ প্রাতিষঙ্গিকতা স্থাপিত হবে। তবে বাঙলা মাসের ১ম দিন এবং গ্রেগরীয় মাসের ১ম দিনের মধ্যে দু সপ্তাহের ব্যবধান থাকায় ফাল্গুন মাসের ১৭ তারিখ থেকে ফাল্গুনের শেষ তারিখ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজী তারিখের মধ্যে স্থায়ী প্রতিরূপ সম্পর্ক থাকবে না। যে বছর অধিবর্ষ নয়, সে বছরের ১৬ই ফাল্গুনের প্রাতিষঙ্গিক তারিখ হবে ২৮শে ফেব্রুয়ারি, এবং ১৭ই ফাল্গুনের প্রতিষঙ্গ ইংরেজী তারিখ হবে ১লা মার্চ। কিন্তু অধিবর্ষে ১৭ই ফাল্গুন হবে ইংরেজী ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

বাংলাদেশ সরকার ইংরেজী ১৯৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে এই নতুন রীতিতে ক্রমে সরকারি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কমিটির ২/১ জন সদস্য প্রস্তাবিত লিপ ইয়ার গণনা পদ্ধতি নিয়ে নিরর্থক জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়, এবং ৮ই ফাল্গুনকে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রতিষঙ্গী এবং ১লা বৈশাখকে ১৫ই এপ্রিল ধরার জন্য মত দেন।

এসব সমস্যা দূর করার নিমিত্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১শে শ্রাবণ, ১৪০২ (২৬শে জুলাই, ১৯৯৫) তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় একাডেমীর মহাপরিচালক-আহ্বায়ক করে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়।* ২৯শে শ্রাবণ, ১৪০২ (১৩ই আগস্ট ১৯৯৫) এবং ৪ঠা ভাদ্র ১৪০২ (১৯শে আগস্ট ১৯৯৫) এই দুই সভায় মিলিত হয়ে এই টাস্ক ফোর্স নিম্নলিখিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১. বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের বর্ষপঞ্জীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলা ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে এটি কার্যকর করার সুপারিশ করা হল।
২. তারিখ পরিবর্তনের সময় হবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে রাত ১২.০০ টায়।
৩. পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (বাংলা একাডেমীর ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ তারিখের সভায় গৃহীত) প্রতি বছর ১লা বৈশাখ (নববর্ষারম্ভ) হবে ১৪ই এপ্রিল।

অতঃপর টাস্কফোর্স পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ে পূর্বের গৃহীত সিদ্ধান্তসহ নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে :

- (ক) সাধারণভাবে বাংলা বর্ষপঞ্জীর বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩১দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০ দিনে গণনা করা হবে (এই সুপারিশটি শহীদুল্লাহ কমিটির ১নং সুপারিশের সাথে অভিন্ন);
- (খ) গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে, সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষ রূপে গণ্য করা হবে এবং অধিবর্ষে ফাল্গুন মাস ৩১দিনে গণনা করা হবে;
- (গ) ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে এটি কার্যকর হবে এবং তারিখ পরিবর্তনের সময় হবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী রাত ১২.০০টায়।”

মোটামুটিভাবে উল্লেখিত সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলা একাডেমী প্রণীত ‘বাংলা ক্যালেন্ডার’ বর্তমানে সারা বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে।**

* জনাব জামিল চৌধুরী, প্রফেসর আলী আসগর, প্রফেসর আ.ম.ম. শহীদুল্লাহ, প্রফেসর অজয় রায়, জনাব তকিউল্লাহ, জনাব জি.এম.আনিসুর রহমান।

** লেখক পরিচিতি: বিজ্ঞানী, প্রবন্ধকার ও অধ্যাপক (অব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়